বদলে যাও বদলে দাও | প্রথম আলো

ঢাকা, রোববার, ৪ নভেম্বর ২০১২, ২০ কার্তিক ১৪১৯, ১৮ জিলহজ ১৪৩৩

**স্থাপত্য বিভাগ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়**

# গৌরবের ১০ বছর

**জিয়াউর রহমান চৌধুরী** | ***তারিখ:*** **৩১-১০-২০১২**

সাত, আট আর নয়তলার সিঁড়িজুড়ে গাঢ় অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা। সবুজ টি-শার্ট পরনে কিছু তরুণের ভিড় জমেছে এখানে। দেয়ালেও সবুজ রঙের নানা কারুকাজ আর লেখাজোখা। এক, দুই, তিন বলতে না বলতেই ১৪০টি সবুজ বাতির ঝলকানিতে হাওয়া হয়ে গেল সব অন্ধকার। সব মিলিয়ে যেন সবুজের ছড়াছড়ি। বাতির সবুজ আলোয় তরুণ মুখগুলো আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। 'সবুজ মানেই তো প্রাণ। আর আমরা সে সবুজেরই প্রতিনিধি।' একজনের এমন কথায় সায় দিলেন বাকিরাও। কৃত্রিম সবুজ আর তরুণ প্রাণের সবুজ যেন এক হয়েছে এখানে। এমন মুহূর্তগুলো ক্যামেরাবন্দী হচ্ছে ক্লিক ক্লিক শব্দে। চিরচেনা ক্যাম্পাসে আজ যে তাঁরা অতিথি।

**স্থাপত্য বিভাগে ১০ বছর পূর্তির উচ্ছ্বাস**

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের ১০ বছর পূর্তির মিলনমেলায় দেখা গিয়েছিল এমনটা। যেখানে মিলেছিলেন গত ১০ বছরে স্থাপত্য বিভাগ থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা। সঙ্গে বর্তমান শিক্ষার্থী আর শিক্ষকেরা। 'এই তো সেদিনের কথা। এ ক্যাম্পাসেই কত আড্ডা দিয়েছি, কত সময় কাটিয়েছি। আজ সে ক্যাম্পাসে আমরাই অতিথি।' এভাবেই স্মৃতি রোমন্থন করলেন ২০১১ ব্যাচের শিক্ষার্থী নাদিম মাহমুদ।

৩ থেকে ১০ অক্টোবর ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোটাই ছিল এমন উচ্ছ্বাসে ভরা। আবার কারও কারও মাথায় ভর করেছিল সেই পুরোনো দুষ্টুমি। এর প্রমাণ পাওয়া গেল সাততলার ক্যালাইডোস্কোপ মেশিনের সামনে। যে-ই এদিকে আসছেন, তাঁকেই ধরে সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কি ছেলে কি বুড়ো, কেউ বাদ যাচ্ছে না। এ দূরবিন মেশিনে এক মানুষ হয়ে যাচ্ছে ছয়জন। সবই এ তরুণ প্রকৌশলীদের মেধার ছোঁয়া!

সপ্তাহব্যাপী স্থাপত্য উৎসবে পুরোনোরা কিন্তু শুধুই দর্শক নন। নিজেদের সেরা কাজ নিয়ে বর্তমান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অংশ নিয়েছেন তাঁরাও। প্রকল্পের কোনোটায় প্রাকৃতিক আবাসনের ধারণা আবার কোনোটায় আছে ব্যয় সাশ্রয়ের কথা। অনেক প্রকল্পে আছে পরিবেশবান্ধব উপকরণের ব্যবহার। তবে নতুন আর পুরোনো সবার ভাবনাতেই উঠে এসেছে পরিবেশ আর জীবনবোধ। যেখানে মানুষ আর পরিবেশে হবে বন্ধুত্ব। উৎসব আর মিলনমেলা বিষয়ে বিদোয়ারা বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগ থেকে পাস করা ১৪টি ব্যাচকে একই সুতোয় বাঁধতে এ উৎসব। আমরা শুধু টি-শার্ট আর রঙে নয়, বরং মনেপ্রাণে সবুজ হতে চেয়েছি।' উৎসবে নানা আয়োজনের মধ্যে ছিল আলোকচিত্র, নকশা ও প্রকল্প প্রতিযোগিতা, স্মারক বক্তৃতা, শিশুদের চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি। সাত দিনের উৎসব শেষে আবার মিলেছেন সবাই। আনন্দের এ মুহূর্তকে ফ্রেমবন্দী করতে আবার তাঁরা ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছেন হাসিমুখে।